যুগান্তর

তারিখ [illegible] JAN [illegible]
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ভাটারায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর ভাটারায় পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার থেকে শিশুটি নিখোঁজ ছিল। রোববার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ডি ব্লকের ৬ নম্বর রোডের ৯৫ নম্বর খালি প্লট থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় ভাটারা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

নিহতের বড় বোন জানান, শনিবার সকালে তার মা পোশাক কারখানায় কাজে যান। ছোট বোনকে নিয়ে সে বাসায় ছিল। পরে ছোট বোনকে রেখে সে স্কুলে চলে যায়। ফিরে এসে বিকালে দেখতে পায় সে বাসায় নেই। এর কিছুক্ষণ পর তার মা বাসায় আসেন। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কিন্তু কোথাও তাকে না পেয়ে তারা ভাটারা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

ভাটারা থানার এসআই জুলফিকার আলী জানান, রোববার বেলা সোয়া ১১টার দিকে খবর পেয়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। আগের রাতে যে শিশুটি নিখোঁজ ছিল সেই বর্ণনার সঙ্গে উদ্ধার শিশুর মিল পাওয়া যায়। এরপর পরিবারকে খবর দেয়া হলে তারা শিশুটিকে শনাক্ত করে। এসআই জুলফিকার জানান, মীমের লাশ উদ্ধারের সময় তার কানের ভেতর কাগজের টুকরো ছিল। গলায় ও মুখে দাগ ছিল। ভাটারা থানা পুলিশ খুন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

খুন : ধর্ষণের পর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জানায়, বাসায় কেউ না থাকার সুযোগে কেউ শিশুটিকে ধর্ষণ করে। পরে তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় সুযোগ বুঝে সেখানে ফেলে দিয়ে যায়।

ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানায়, শিশুটি পরিবারের সঙ্গে কুড়িল বিশ্বরোডে এক বাসায় ভাড়া থাকে। সে কুড়িল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী।